1. প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE

2. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার স্থানগুলি হলো:

১. ভীমবেটকা গুহা (মধ্যপ্রদেশ) - ভীমবেটকার গুহাগুলি UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং এখানে প্রাচীন পাথর যুগের চিত্রকলা দেখা যায়।

২. লখুড়িয়া গুহা (উত্তরাখণ্ড) - এই গুহাগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে।

৩. সীতাবেঙ্গা এবং জোগিমারা গুহা (ছত্তিশগড়) - এই গুহাগুলিতে বিভিন্ন রকমের চিত্র ও খোদাই কাজ রয়েছে।

৪. এডাক্কাল গুহা (কেরালা) - এডাক্কাল গুহাগুলিতে শিলা খোদাই এবং চিত্রকলা দেখা যায় যা প্রাচীন মানব সভ্যতার নিদর্শন।

৫. বাঘ গুহা (মধ্যপ্রদেশ) - বাঘ গুহাগুলি ভীমবেটকা গুহাগুলির মতোই প্রাচীন, এখানে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার দেখা যায়।

৬. টোঙ্গা গুহা (বিহার) - এই গুহাগুলিতে খোদাই এবং চিত্রকলা রয়েছে যা প্রাচীনকালের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়।

3. আিদ িশেবর মিতূ র্েকাথায় আিবkত হেয়েছ ?

প্রোটো শিব সীল, যা পশুপতি সীল নামেও পরিচিত, মহেঞ্জো-দারো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জো-দারো প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার প্রধান শহরগুলির মধ্যে একটি, যা বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে অবস্থিত।

4. In which place Bagh caves are situated?

বাঘ গুহা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। এটি মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন গুহা। এই গুহাগুলি প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।

5. ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ এবং তাদের নির্মাতাদের নাম ও নির্মাণের তারিখগুলি নিচে দেওয়া হলো:

১. **তাজ মহল**

- **নির্মাতা**: সম্রাট শাহজাহান
- **নির্মাণের তারিখ**: ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ

২. **কুতুব মিনার**

- **নির্মাতা**: কুতব-উদ-দিন আইবক (ইলতুতমিশ দ্বারা সম্পূর্ণ)
- **নির্মাণের তারিখ**: ১১৯২-১২২০ খ্রিস্টাব্দ

৩. **লাল কেল্লা (লাল কিলা)**

- **নির্মাতা**: সম্রাট শাহজাহান

- **নির্মাণের তারিখ**: ১৬৩৮-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ

৪. **হুমায়ূনের সমাধি**

- **নির্মাতা**: সম্রাজ্ঞী বেগা বেগম (হুমায়ূনের বিধবা)

- **নির্মাণের তারিখ**: ১৫৬৫-১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ

৫. **অজন্তা গুহা**

- **নির্মাতা**: সাতবাহন রাজবংশ (পরবর্তীতে বাকাটকা রাজবংশ দ্বারা সম্প্রসারিত)

- **নির্মাণের তারিখ**: খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক

৬. **সূর্য মন্দির, কোনার্ক**

- **নির্মাতা**: প্রাচীন গঙ্গা রাজবংশের রাজা নরসিংহদেব প্রথম

- **নির্মাণের তারিখ**: ১২৩৮-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ

৭. **ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল**

- **নির্মাতা**: ব্রিটিশ সরকার (উইলিয়াম এমারসন দ্বারা নকশা করা)

- **নির্মাণের তারিখ**: ১৯০৬-১৯২১ খ্রিস্টাব্দ

৮. **গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া**

- **নির্মাতা**: ব্রিটিশ সরকার (জর্জ উইটেট দ্বারা নকশা করা)

- **নির্মাণের তারিখ**: ১৯১৩-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ

৯. **চারমিনার**

- **নির্মাতা**: সুলতান মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ

- **নির্মাণের তারিখ**: ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দ

১০. **সাঁচি স্তূপ**

- **নির্মাতা**: সম্রাট অশোক (পরবর্তীতে শুঙ্গ এবং সাতবাহন রাজবংশ দ্বারা সম্প্রসারিত)

- **নির্মাণের তারিখ**: মূলত খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক, সম্প্রসারণ খ্রিস্টীয় ১২শ শতক পর্যন্ত

5. ভারতমাতার িচtকর ক ?

ভারতমাতার চিত্রকরের নাম হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৯০৫ সালে ভারতমাতার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন|

6. রাজা রিব বমার' ক িছেলন ?

রাজা রবি বর্মা একজন বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি ১৮৪৮ সালে কেরালার কিলিমানুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবি বর্মা তার চিত্রকলায় ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মীয় দৃশ্যপটকে জীবন্ত করে তোলার জন্য বিখ্যাত। তাঁর চিত্রকর্মে ভারতীয় দেব-দেবী এবং মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি পশ্চিমা

চিত্রকলার কৌশল এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। রবি বর্মার চিত্রকর্ম আজও ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

7. Define folk art/ লোক শিল্প

লোক শিল্প হলো পেশাদার চিত্রশিল্পী নয়, যারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মধুবনী এবং ওয়ারলি চিত্রকলা, হাতে তৈরি পোটশিল্প, কোয়িল্টিং, এবং কাঠের নির্মিত আদর্শ মতো শিল্পগুলি অন্তর্নিহিত রয়েছে। এটি জীবন্ত রঙ এবং গল্পকে প্রকাশ করে, সংস্কৃতির পরিচালনা করে, এবং প্রজন্মের মধ্যে দুর্লভ ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে।

❖ A short note on Gandhara School of Art.

গান্ধার শিল্পশ্রেণী ভারত এবং পাকিস্তানের প্রাচীন গান্ধার অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রভাবশালী চিত্রকলা প্রবাহ। এই শিল্পশ্রেণী প্রায় ২০০০ বছর ধরে বিকাশ পেয়েছিল এবং ধারণ করা হয় যে, এর উৎস গ্রীক এবং রোমান শিল্পের প্রভাবের মধ্যে রয়েছে। গান্ধার শিল্পের বৃহত্তম বৈশিষ্ট্য হলো তার বৌদ্ধ মূর্তিশিল্প, যা ধারণ করা হয় বৌদ্ধ ধর্মের মূল্যমান এবং শিল্পীদের কার্যকলাপকে প্রকাশ করতে। এই শিল্পের মূর্তির মাধ্যমে বোধিসত্ব এবং বৌদ্ধ পুরাণ গল্পগুলির চিত্রণ হয়। গান্ধার শিল্পের উপর প্রভাব পড়া হয় মার্বেল ও স্কালপটার কাজে, এবং এটি প্রায় সমস্ত সুধীবৃন্দে ছড়িয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিতি অর্জন করে।

❖ Features of Temple architecture of Northern India

উত্তর ভারতের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত:

১. **নাগর শৈলী**: পূর্ব ভারতের বৃহত্তম পরিস্থিতিতে, এই শৈলীটির মূল চরিত্র হলো মহাকায় ও কন্ঠবদ্ধ শিখর (শিখর), যা গর্ভগৃহের উপরে উঠে। এই শিখরটি সাধারণত বহুপরস্তরী এবং জটিল নকশায় থাকে।

২. **মণ্ডপ**: গর্ভগৃহের পথে এবং ধার্মিক সম্মেলনের জন্য ব্যবহৃত বড় স্তম্ভযুক্ত হল (মণ্ডপ)। এই হলগুলি সাধারণত ধার্মিক প্রতীকগুলি এবং গল্পগুলির সুলক্ষণ নকশায় নির্মিত।

৩. **গর্ভগৃহ**: প্রধান দেবতার বাসস্থান, যা সাধারণত বর্গাকার এবং সুসজ্জিত প্রতিকূপ দ্বারা প্রবেশ করা হয়।

৪. **শিখর**: মন্দিরের প্রধান গণ্ড স্থূলবাক্যের উপর অঙ্কিত ও সাধারণত পূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত বিন্যাসগত ভিন্নতা প্রদর্শন করে, যা প্রাদেশিক এবং শৈলীগত পরিবর্তন দেখায়।

৫. **মূর্তি ও ভক্তিমূলক স্থান**: মন্দিরে দেবতার মূর্তি (প্রতিমা) অবস্থিত থাকে, যা গর্ভগৃহের নিচের অথবা মন্দিরের অন্যান্য অংশে স্থাপন করা হয়। এদের চারপাশে বিভিন্ন দেবতা উপস্থিত স্বতন্ত্র প্রায়াই শ্রদ্ধার্ঘ্য গৃহগুলির জন্য।

৬. **মূর্তিশিল্পী অলঙ্করণ**: ধার্মিক পুরাণ, দেবদূত, প্রাণী এবং জটিল ফুলের নকশা সহ, মন্দিরের দেওয়াল, স্তম্ভ এবং চাঁদিয়াদের উপর অংশীদার সুলক্ষণ কাজ।

৭. **মন্দির ট্যাঙ্ক এবং উদ্যান**: অনেক মন্দির ধর্মীয় স্নানের জন্য জলাশয় (কুণ্ড) দ্বারা ঘেরা থাকে এবং বাগান (পরিক্রমা পথ) যা ভক্তদের জন্য প্রধান শ্রদ্ধার্ঘ্য স্থান হিসেবে পরিচিত হয়।

৮. **প্রাদেশিক ভিন্নতা**: উত্তর ভারতের মন্দির প্রধানত স্থানীয় ঐতিহ্য, শাসকগণ, এবং ইতিহাসিক কালগুলোর প্রভাবে বিভিন্ন স্থাপত্য শৈলী এবং সজ্জা উপস্থাপন করে।

❖ দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি

দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত:

১. **দ্রাবিড় শৈলী**: এটি প্রধানতঃ বর্ণিত শিল্পশৈলী, যা পিরামিডের মতো দেবলে শিখর (গোপুরম) সহ স্থূলাকার টাওয়ারের মধ্যে পরিচিত। এই টাওয়ারগুলি গর্ভগৃহের উপরে উঠে এবং অত্যন্ত সুসজ্জিত ভগবান, দেবী এবং পৌরাণিক প্রাণীর অভিধান দেওয়া হয়।
২. **বিমান**: গর্ভগৃহের উপরের উচ্চ গণ্ড, সাধারণত বর্গাকার বা আয়তনাকার, সুসজ্জিত কার্ভিং সহ অভিশঙ্খর প্রদর্শন করে, যা সাধারণত স্বর্ণপ্লেটেড কলসম (পূর্বতন) দ্বারা পোষিত।
৩. **মণ্ডপ**: ধর্মীয় প্রবন্ধন, ধার্মিক সম্মেলন এবং প্রহরী জন্য ব্যবহৃত বড় স্তম্ভযুক্ত হল, যা সাধারণত ধার্মিক গল্প এবং দেবতার নাটকীয় জীবন নির্দেশ করে।
৪. **অন্তর্নিহিত পথ (গর্ভগৃহ)**: প্রধান দেবতার বাসস্থান, অভিধান দ্বারা প্রবেশ করা, এবং অন্যান্য দেবতাদের প্রতিরূপ দেওয়ার মধ্যে একটি কার্ভিং ব্যবহৃত দ্বারপাশ দিয়ে।
৫. **দলবং মন্দির ট্যাঙ্ক**: ধার্মিক প্রথাগতি, সাংস্কৃতিক ঘটনা এবং সংগঠনের জন্য ব্যবহৃত খুলা স্থান। মন্দির ট্যাঙ্ক (পুষ্করিণি) বিশিষ্ট রাখার জন্য অধিকাংশ সময়ের মধ্যে প্রেমিক স্থান।
৬. **ভাস্করতা প্রবৃত্তি**: স্তম্ভ, দেওয়াল এবং স্বর্ণের উপর দৃশ্য মূর্তির বিবিধ নকশা, বিভিন্ন দেবতা, হিন্দু মহাকাব্য এবং রামায়ণ এবং মহাভারত থেকে সময়কালীন ঘটনা এবং প্রাণীর ছবি।
৭. **স্টাকও ও নকল**: সাজানোর জন্য সাজানোর জন্য গোলাপের কাজ এবং বিভ্রান্ত ফ্রেসকো, স্তম্ভ, পৃষ্ঠতল, নীচে দেবতা মহাকার্যকারিদের কাছাকাছি বসবাস করে পূজাপঠন করে নীচে বিভিন্ন শ্রদ্ধার্ঘ্য মন্দিরের চিত্রকলার প্রদর্শন।
৮. **প্রাদেশিক ভিন্নতা**: দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি স্থানীয় ঐতিহ্য, শাসকগণ, এবং ইতিহাসিক কালের প্রভাবে প্রভাবিত প্রভাব প্রদর্শন করে, ফলস্বরূপ বিভিন্ন স্থাপত্য শৈলী এবং সজ্জা উপস্থাপন করে।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রিত করে দেখানো হয় দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব, অতীত, ধার্মিক অঙ্গীকার এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমগ্রভাবে উত্তর ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের মহিমা এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রদর্শন করে, যা চিত্রকলার সৃষ্টিশীলতা, ধার্মিক প্রতীকতা, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে দেখায়।

❖ এখানে প্রতিটি মুঘল শাসকের সময়ের স্থাপত্য উন্নয়নের সারসংক্ষেপসহ বর্ণনা দেওয়া হলো:

1. বাবর (১৫২৬-১৫৩০): মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, প্রাথমিকভাবে পারসী ও মধ্য এশিয়ান প্রথাগত থেকে প্রভাবিত মুঘল স্থাপত্য শৈলী ভারতে আনতেন। তার স্থাপত্য অবদান পরবর্তী মুঘল শাসকদের তুলনায় অন্যতম। তিনি বাগগুলি (যেমন কাবুলের বাগ-এ বাবর) নির্মাণ করেন এবং ভারতের মুঘল উদ্যান ডিজাইনে চারবাগ (চারপার্ট উদ্যানের অবদান) ধারণ করতেন।
2. আকবর (১৫৫৬-১৬০৫): আকবরের শাসনে মুঘল স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ এক পর্ব হিসেবে গণ্য হয়, যা পারসী, ভারতীয় এবং মধ্য এশিয়ান উপায়ে একত্রিত করে একটি অনন্য শৈলী। তিনি অগ্রা দুর্গ (১৫৬৫-১৫৭৩) এবং ফতেহপুর সিক্রি (১৫৬৯-১৫৮৫) প্রস্তুত করেন, যা তার স্থাপত্য দৃষ্টিশক্তি সুপরিসর। ফতেহপুর সিক্রি বিশেষভাবে শহর পরিকল্পনার এবং উপস্থান শিল্পের উন্নতি প্রদর্শন করে, যেখানে বুলান্দ দরওয়াজা এবং দীওয়ান-ই-খাস এমন স্থাপনাগুলির অবদান রয়েছে।
3. জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭): জাহাঙ্গীরের শাসনকালে, মুঘল স্থাপত্য আরও প্রস্ফুটিত হয়, যা অনুশীলন এবং শিল্পীগত বিশদের প্রধানত চিন্তায়। তিনি অনেক নতুন স্থাপত্য প্রকল্প আদান প্রদান করেন না, তবে পুরানো স্থাপনাগুলির সাজানো এবং প্রসারিত করার অবদান রয়েছেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে চিত্রকলা এবং সাজানোর ক্ষমতার উন্নয়ন হয়, যা মুঘল স্থাপত্যের উপস্থাপনার সৌন্দর্যিক দিকে প্রভাব ফেলে।

4. শাহ জাহান (১৬২৮-১৬৫৮): শাহ জাহানের নামকরণের জন্য পরিচিত তার বহুল পরিমাণের মুঘল স্থাপত্যিক প্রকল্প। তিনি তাজ মহল (১৬৩২-১৬৫৩) নির্মাণ করেন, যা তার স্ত্রী মুমতাজ মহলের সমাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গঠনগুলি হলো দিল্লির লাল কেলার দুর্গ (১৬৩৯-১৬৪৮), দিল্লির জামা মসজিদ (১৬৫০-১৬৫৬), এবং সম্প্রতির সম্প্রতি এবং বাগানগুলির পালান। শাহ জাহানের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হলো মহৎকার, সমমিতি, এবং সাদাগতির ব্যবহার করা, সাদা মার্বেল এবং দুর্লভ পাথরের প্রচুর ব্যবহার।
5. ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭): ঔরঙ্গজেবের শাসনামালে মুঘল স্থাপত্য একটি আরও মতলব এবং সংগঠিত স্থাপত্য প্রধান হয়ে উঠে। তিনি প্রাচীরিত মুঘল বাসরি হল লাহোরে (১৬৭১-১৬৭৩) সম্প্রতি বিশ্বের অনেক বড় মসজিদের মধ্যে একটি রক্ষণাবেক্ষণ হয়। তার শাসনকালে কম নতুন স্থাপত্য প্রযুক্তিগুলির জন্য দেখা হয় তবে প্রচুর করে তার পূর্ববর্তীদের মুঘল স্থাপত্য বড় স্থাপনা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

এই শাসকরা একত্রিত ভারতের স্থাপত্য আকৃতির গঠন করেছেন, প্রত্যক্ষপ্রাণ ও ঐতিহ্যবাহী উদ্যানের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, তাদের অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশে অবদান রেখে।

- **Bengal School of Art?**

https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE

- **নটরাজ**

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C

- মুঘল স্থাপত্য

মুঘল স্থাপত্য হল ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের ধরন যা 16, 17 এবং 18 শতকে মুঘলরা ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের সাম্রাজ্যের সর্বদা পরিবর্তনশীল পরিধি জুড়ে বিকাশ করেছিল। এটি ভারতের পূর্ববর্তী মুসলিম রাজবংশের স্থাপত্য শৈলী এবং ইরানী ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য ঐতিহ্য, বিশেষ করে তিমুরিদ স্থাপত্য থেকে বিকশিত হয়েছে। এটি আরও বিস্তৃত ভারতীয় স্থাপত্যের প্রভাবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমন্বিত করে, বিশেষ করে আকবরের রাজত্বকালে (1556-1605)। মুঘল ইমারতগুলির গঠন এবং চরিত্রের একটি অভিন্ন প্যাটার্ন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বড় বাল্বস গম্বুজ, কোণে সরু মিনার, বিশাল হলঘর, বড় খিলানযুক্ত গেটওয়ে এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণ; আধুনিক সময়ের আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে শৈলীর উদাহরণ পাওয়া যায়। মুঘল স্থাপত্য তিনটি প্রধান স্থাপত্য ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল: স্থানীয় ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য, ইসলামী পারস্য ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য, এবং আদিবাসী হিন্দু স্থাপত্য। যেহেতু পূর্বের ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যগুলি ইতিমধ্যেই হিন্দু এবং ইসলামিক উভয় স্থাপত্য শৈলী থেকে ধার করা হয়েছে, তাই মুঘল স্থাপত্যের কিছু প্রভাবকে এক বা অন্য উত্সের জন্য দায়ী করা কঠিন হতে পারে। হিন্দু স্থাপত্যের ক্ষেত্রে, স্থানীয় রাজপুত প্রাসাদ সম্ভবত একটি প্রধান প্রভাব ছিল। মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের তিমুরিদ বংশের কারণে তিমুরিদ স্থাপত্যের (মধ্য এশিয়া ভিত্তিক) মডেল অনুসরণ করার সময় প্রাথমিক মুঘল স্থাপত্য বিদ্যমান ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য থেকে বিকশিত হয়েছিল। 16 শতকের শেষের দিকে, এই দুটি উত্সের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে একটি আরও স্বতন্ত্র মুঘল ঐতিহ্যের উদ্ভব হয়।
মুঘল স্থাপত্য একটি মার্জিত শৈলী দ্বারা পৃথক করা হয় যেখানে স্পেস এবং পৃষ্ঠতলের সতর্ক রৈখিক বিভাজন উপাদানগুলির আরও ত্রিমাত্রিক সংমিশ্রণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল যা পূর্ববর্তী ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যকে আলাদা করেছিল। রঙের ব্যবহারও তুলনামূলকভাবে সংযত ছিল, উচ্চ-মানের, পালিশ করা উপকরণ দিয়ে পৃষ্ঠগুলিকে সমাপ্ত করার পরিবর্তে জোর দেওয়া হয়েছিল। বাল্বস গম্বুজ এবং ওজিভ খিলানগুলি সবচেয়ে

বিশিষ্ট পুনরাবৃত্ত উপাদানগুলির মধ্যে ছিল। গম্বুজ এবং খিলান ছাড়াও, ট্রাবেট নির্মাণের স্থানীয় ঐতিহ্যও অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে প্রাসাদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্যে।

আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সাদা মার্বেলের সাথে বিল্ডিং উপাদান হিসেবে লাল বেলেপাথরের ব্যবহার। এটি পূর্ববর্তী ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যে ইটের প্রাধান্যকে প্রতিস্থাপন করে, যদিও নির্মাণ সামগ্রী এখনও অঞ্চলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। বেলেপাথর একটি খুব কঠিন উপাদান, কিন্তু স্থানীয় ভারতীয় পাথরের কারিগররা এটিকে জটিল বিবরণ দিয়ে খোদাই করতে পারদর্শী ছিল, যা ছিল মুঘল শৈলীর আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সাদা মার্বেল প্রাথমিকভাবে হুমায়ুনের সমাধির মতো বেলেপাথরের বিল্ডিংয়ের প্রশংসা এবং সমাপ্তির জন্য একটি ক্ল্যাডিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাজমহলের মতো পুরো ভবনগুলিকে ঢেকে রাখার জন্য এটি আরও বড় আকারে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইট কখনও কখনও গম্বুজ এবং খিলানগুলির জন্য ব্যবহৃত হত, তবে এই ক্ষেত্রে, এটি সাধারণত প্লাস্টার বা পাথরের সমাপ্তি হিসাবে মুখোমুখি হত।
আলংকারিক মোটিফগুলিতে জ্যামিতিক এবং ফুলের নকশা, সেইসাথে মুঘল আমলের শেষের দিকে আরবি, ফার্সি এবং এমনকি স্থানীয় ভাষায় বিস্তৃত শিলালিপি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাজসজ্জা সাধারণত টালি বা পাথরে সঞ্চালিতহত।

টাইলওয়ার্কটি সাধারণত বিল্ডিংয়ের বাইরের অংশে প্রয়োগ করা হত এবং দুটি প্রধান প্রকারে বিদ্যমান ছিল: কুয়ের্দা সেকা এবং মোজাইক টাইলওয়ার্ক। কুয়ের্দা সেকা টাইলসগুলিকে অন্ধকার রেখা দ্বারা পৃথক করা রঙিন গ্লেজ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল, যখন মোজাইক টাইলওয়ার্ক একক রঙের টাইল টুকরা নিয়ে গঠিত যেগুলিকে কাটা এবং বৃহত্তর নিদর্শন তৈরি করার জন্য একসাথে লাগানো হয়েছিল।

পাথরের কাজ ছিল উচ্চ মানের এবং মুঘল সাজসজ্জার সবচেয়ে পরিশীলিত দিকগুলির একটি চিহ্নিত করে। খোদাই করা পাথরের কাজের মধ্যে রয়েছে অলঙ্কৃতভাবে ভাস্কর্য করা স্তম্ভ এবং কর্বেল, ফুলের চিত্র সহ কম ত্রাণে খোদাই করা সমতল প্যানেল এবং জালিস নামে পরিচিত মার্বেল পর্দা। পিত্রা ডুরা, ভারতীয় উপমহাদেশে পারচিন কড়ি নামে পরিচিত, এটি এই অঞ্চলে ইতালীয় কৌশল থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে যা অন্যত্র ব্যাপকভাবে পরিচিত।
প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের স্থাপত্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রধানত এর সোপান বাগানের জন্য পরিচিত। এই উদ্যানগুলি, প্রায়শই প্রাসাদ এবং দুর্গগুলিতে স্থাপিত হয়, পারস্য চাহার বাগ ("চারটি বাগান") টাইপের আদলে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে বাগানগুলি জ্যামিতিকভাবে বিভিন্ন প্লটে বিভক্ত, সাধারণত চারটি সমান অংশে। এই প্রকারটি তিমুরিদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে, যদিও রৈখিক বিভাজক হিসাবে জলের চ্যানেলের ব্যবহার একটি মুঘল উদ্ভাবন হতে পারে। বাবরকে প্রথমে আগ্রায় সমাহিত করা হয়েছিল, কিন্তু 1644 সালে তার সমাধিটি কাবুলের একটি প্রিয় বাগানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা এখন বাবরের উদ্যান নামে পরিচিত। বর্তমান ভারতে বাবরের তৈরি কিছু স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে আগ্রার আরামবাগ, ধোলপুরের লোটাস গার্ডেন এবং আর ওঅনেককিছু।

ধর্মীয় স্থাপত্যশৈলীতে, বাবরের মসজিদগুলিও পূর্ববর্তী তিমুরিদের মসজিদগুলির নকশা অনুসরণ করেছিল, যার মধ্যে একটি লম্বা কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার (পিশতাক), একটি উঠান এবং একটি বড় কেন্দ্রীয় গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি প্রার্থনা হল ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত পাশের আইল দ্বারা আচ্ছাদিত। তার উদাহরণ পানিপথের মসজিদ।
আগ্রা দুর্গ উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় অবস্থিত ইউনেস্কোর একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। আগ্রা দুর্গের প্রধান অংশ আকবর 1565 থেকে 1574 সাল পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন। দুর্গের স্থাপত্য স্পষ্টভাবে রাজপুত পরিকল্পনা ও নির্মাণের অবাধ গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। দুর্গের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন হল জাহাঙ্গীর ও তার পরিবারের জন্য নির্মিত জাহাঙ্গীর মহল, মতি মসজিদ এবং মেনা বাজার। জাহাঙ্গিরি মহলের একটি উঠোন রয়েছে যার চারপাশে দ্বিতল হল এবং কক্ষ রয়েছে
হুমায়ুনের সমাধি ভারতের দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি। 1569-70 সালে হুমায়ুনের প্রথম স্ত্রী এবং প্রধান সহধর্মিণী, সম্রাজ্ঞী বেগা বেগম (হাজি বেগম নামেও পরিচিত) দ্বারা সমাধিটি তৈরি করা হয়েছিল এবং মিরাক মির্জা গিয়াস এবং তার পুত্র, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ, তার দ্বারা নির্বাচিত পারস্য স্থপতি দ্বারা ডিজাইন

করেছিলেন। এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাগান-সমাধি। এটি প্রায়শই মুঘল স্থাপত্যের প্রথম পরিণত উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়

আকবরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কৃতিত্ব ছিল আগ্রার কাছে তার রাজধানী শহর ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ এবং জৈন তীর্থস্থানে। প্রাচীর ঘেরা শহরটির নির্মাণ কাজ 1569 সালে শুরু হয়েছিল এবং 1574 সালে শেষ হয়েছিল।

এটিতে সবচেয়ে সুন্দর কিছু ভবন রয়েছে - ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয়ই যা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় একীকরণ অর্জনের সম্রাটের লক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়। প্রধান ধর্মীয় ভবন ছিল বিশাল জামে মসজিদ এবং সেলিম চিস্তির ছোট সমাধি। বুলন্দ দরওয়াজা, যা গেট অফ ম্যাগনিফিসেন্স নামেও পরিচিত, আকবর 1576 সালে গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের উপর তার বিজয়ের স্মরণে তৈরি করেছিলেন। এটি মাটি থেকে 40 মিটার উঁচু এবং 50 মিটার। কাঠামোর মোট উচ্চতা স্থল স্তর থেকে প্রায় 54 মিটার।

হারামসারা, ফতেপুর সিক্রির রাজকীয় সেরাগ্লিও ছিল এমন একটি এলাকা যেখানে রাজকীয় মহিলারা বাস করতেন। হারামসারার দ্বার খোয়াবগাহ পাশ থেকে একটি সারি ক্লোস্টার দ্বারা বিভক্ত। আবুল ফজলের মতে, আইন-ই-আকবরীতে, হেরেমের অভ্যন্তরে প্রবীণ এবং সক্রিয় মহিলারা পাহারা দিতেন, ঘেরের বাইরে নপুংসকদের রাখা হয়েছিল, এবং সঠিক দূরত্বে বিশ্বস্ত রাজপুত প্রহরী ছিল।

যোধা বাই প্রাসাদ হল ফতেহপুর সিক্রি সেরাগ্লিওর বৃহত্তম প্রাসাদ, যা ছোটখাট "হারামসার" কোয়ার্টারগুলির সাথে সংযুক্ত। মূল প্রবেশদ্বারটি দ্বিতল, সম্মুখভাগের বাইরে প্রক্ষেপণ করে এক ধরনের বারান্দা তৈরি করে যা একটি বারান্দা সহ একটি বিচ্ছিন্ন প্রবেশদ্বারে নিয়ে যায়। ভিতরে একটি চতুর্ভুজ কক্ষ দিয়ে ঘেরা আছে। কক্ষের কলামগুলি বিভিন্ন হিন্দু ভাস্কর্যের মোটিফ দিয়ে অলঙ্কৃত।

1580 এবং 1581 সালে নির্মিত ভারতে মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন হিসেবে সেলিম চিশতির সমাধি বিখ্যাত। মসজিদ প্রাঙ্গণের কোণে 1571 সালে নির্মিত সমাধিটি একটি বারান্দা সহ একটি বর্গাকার মার্বেল কক্ষ। সেনোটাফের চারপাশে একটি চমৎকার ডিজাইন করা জালির পর্দা রয়েছে। এটি আজমীরের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর বংশধর, সূফী সাধক সেলিম চিস্তির (1478 - 1572) সমাধিস্থল স্থাপন করে, যিনি সিক্রির পাহাড়ে একটি গুহায় থাকতেন। সমাধিটি আকবর সুফি সাধকের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে নির্মাণ করেছিলেন, যিনি তার পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি হল ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আগ্রা শহরের একটি সমাধি। প্রায়শই একটি "রত্ন বাক্স" হিসাবে বর্ণনা করা হয়, কখনও কখনও "বাচ্চা তাজ" বলা হয়, কারণ ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিকে প্রায়শই তাজমহলের খসড়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

তাজমহল, একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মরণে 1632 এবং 1653 সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি বড়, সাদা মার্বেল কাঠামো যা একটি বর্গাকার প্লিন্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এটি একটি ইওয়ান (একটি খিলান-আকৃতির দরজা) সহ একটি প্রতিসাম্য বিল্ডিং নিয়ে গঠিত যার উপরে একটি বড় গম্বুজ এবং চূড়ান্ত।

শাহজাহানের সারকোফ্যাগাস ব্যতীত বিল্ডিংয়ের দীর্ঘতম প্রতিসাম্যের সমতল পুরো কমপ্লেক্সের মধ্য দিয়ে চলে, যা মূল তলার নীচে ক্রিপ্ট কক্ষে কেন্দ্রে রাখা হয়। মূল কাঠামোর পশ্চিমে অবস্থিত মক্কা-মুখী মসজিদের পরিপূরক হিসাবে এই প্রতিসাম্যটি লাল বেলেপাথরে একটি সম্পূর্ণ আয়না মসজিদের বিল্ডিং পর্যন্ত প্রসারিত। পার্চিন কড়ি, অলঙ্করণের একটি পদ্ধতি যা বৃহৎ পরিসরে জহরত এবং জালির কাজ দিয়ে কাঠামো সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

পাকিস্তানের লাহোরে বাদশাহী মসজিদটি ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব দ্বারা চালু করা হয়েছিল। 1673 থেকে 1674 সালের মধ্যে নির্মিত, এটিই বৃহত্তম মুঘল মসজিদ এবং নির্মিত সাম্রাজ্যিক মসজিদগুলির মধ্যে শেষ।

মসজিদটি লাহোর দুর্গের সংলগ্ন এবং লাল বেলেপাথরের জামাতীয় মসজিদের সিরিজের মধ্যে এটি শেষ। দেয়ালের লাল বেলেপাথর গম্বুজের সাদা মার্বেল এবং সূক্ষ্ম ইন্টার্শিয়া সজ্জার সাথে বৈপরীত্য। আওরঙ্গজেবের মসজিদের স্থাপত্য পরিকল্পনা তার পিতা শাহজাহানের দিল্লির জামে মসজিদের অনুরূপ; যদিও এটা অনেক বড়। এটি একটি ইদগাহ হিসেবেও কাজ করে। 276,000 বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত উঠান, এক লক্ষ উপাসক মিটমাট করতে পারে; মসজিদের ভিতর দশ হাজার বসার জায়গা। মিনারগুলি 196 ফুট (60 মিটার) লম্বা। মসজিদটি সবচেয়ে বিখ্যাত মুঘল স্থাপনাগুলির মধ্যে একটি কিন্তু মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের শাসনামলে এটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল

বিবি কা মকবারা ছিল একটি সমাধিসৌধ যা সম্রাট আওরঙ্গজেব 17 শতকের শেষের দিকে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে তার প্রথম স্ত্রী দিলরাস বানো বেগমের প্রতি ভালোবাসার শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে তৈরি করেছিলেন। কিছু বিবরণ থেকে জানা যায় যে পরবর্তীতে আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহ এর যত্ন নেন। এটি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ, এবং তাজমহলের প্রধান ডিজাইনার আহমেদ লাহোরির পুত্র আতা-উল্লাহ ডিজাইন করেছিলেন।

উপসংহারে, মুঘল স্থাপত্যটি 16, 17 এবং 18 শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংশ্লেষণের একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। ইন্দো-ইসলামিক ঐতিহ্যের মূলে এবং পারস্য ও মধ্য এশিয়ার নান্দনিকতা দ্বারা সমৃদ্ধ, মুঘল ভবনগুলি স্মারক স্কেল, জটিল কারুকাজ এবং গভীর প্রতীকী অর্থের একটি সুরেলা মিশ্রণের উদাহরণ দেয়। জাঁকজমকপূর্ণ তাজমহল থেকে শুরু করে লাল কেল্লা এবং মার্জিত বাদশাহী মসজিদ পর্যন্ত, প্রতিটি কাঠামো কেবল প্রযুক্তিগত উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে না বরং ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং স্থায়ী উত্তরাধিকারের জন্য মুঘল সম্রাটদের আকাঙ্ক্ষাকেও প্রতিফলিত করে। এই স্থাপত্যের উত্তরাধিকার ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে একটি গভীর লিঙ্ক হিসাবে পরিবেশন করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসাকে মুগ্ধ করে এবং অনুপ্রাণিত করে।